দৈনিক সংবাদ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭ ......

SEP 14 2002

একুশ শতকের শুরুতে নতুন
মত্ত যুদ্ধ ব্যবসায়ী ও অস্ত্র ব্যবস
খপ্পরে পড়ে পৃথিবীর দেশে
নরপশুদের পদানত করার যেসব
পুনরাবির্ভাব ঘটেছে; তার মধ্যে
কথায় অস্ত্রব্যবসার প্রসার প্রধান
বিশ্বায়নের নামের আড়ালে যে নতু
কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে এবং
দেশে তার গৌরবগাথা প্রচা
মুখপাত্র হিসেবে খ্যাতিমান
পরিকল্পনাবিদদের পক্ষে আনা
দারিদ্র্যবিমোচন যখন ঠাট্টার স
তখন বিশ্বায়নের প্রবক্তা বিশ্ব
দেশের জন্য দারিদ্র্যবিমোচনে
হ্রাসের সর্বোৎকৃষ্ট মডেল হিসেবে
বন্টন নীতির ওপর গুরুত্বারোপ
মডেল হিসেবে গণ্য করেছে। সু
দারিদ্র্যবিমোচনের মডেল তৈরি
প্রমাণিত। অন্যদিকে উন্নত বি
পণ্যকে উচ্চ মাত্রার ভর্তুকি দিয়ে
নামে দরিদ্র দেশের আমদানি
চাপিয়ে দিয়ে যে বৈষম্য সৃষ্টি
উন্নয়ন ফর্মুলা প্রচার করে যাচ্ছে
মন্দ ফলের একটি হচ্ছে— দেশে
নামে কলকারখানা বন্ধ করে দি
যে বেকাররা সমাজের অস্থিতিশী
ব্যবস্থাকে আরও অবনত করবে ম

বর্তমানে এ বিশ্বায়নের পাশাপ
যুদ্ধ ও অস্ত্রব্যবসা প্রসারের প্রচে
ব্লেয়ার ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
মাধ্যমে প্রমাণ করেছে। আফগা
অসমাপ্ত একটি যুদ্ধ, যা তালেবান
যুদ্ধবাজ জঙ্গিদের নির্মূলের জন্য
করেছিল, তারও ব্যাপক গোল
চরম হতাশাজনক ফল থেকে প্রগ
ও বিশ্ববাসী যখন তালেবানে
আশঙ্কায় শঙ্কিত, যখন মন্ত্রী ও
বিদেশী সৈন্যের উপস্থিতি সত্ত্বেও
তখন আমেরিকা এ ক্ষেত্রটিকে
থেকে পুরোপুরি সুরক্ষিত করার ব
প্রদর্শন করছে কেন? কেন তার
খুলতে ইচ্ছুক? কেন তারা লাদেন
নিষ্ঠুর জঙ্গি সমর্থকদের সমূলে
কাজটি সম্পন্ন করছে না? তবে
লাদেন-জন্মদাতারা আবার লাদে
উঠছেন? তার ফলে কি লাদেন
পুরস্কৃত করবে? এসব প্রশ্ন উঠ
যুদ্ধক্ষেত্র খোঁজার প্রয়োজন দেখে
উন্মাদের মতো যুদ্ধ শুরুর জন্য
বেড়াচ্ছে? এর একটিই উত্তর—
নানা অর্থ কেলেঙ্কারির পর তা
বিশ্ববাসীর দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরা
ব্যবসা-যুদ্ধ ব্যবসাকে ছড়িয়ে
আজকের পরিস্থিতিতে ইরাকে যুদ্
মধ্যপ্রাচ্য এ যুদ্ধে জড়িত হওয়া
বলেই এ সম্ভাব্য যুদ্ধে মধ্যপ্রা
কোটি কোটি টাকার সমরাস্ত্রের
সুতরাং আমেরিকান জনগণ আ

*ঠাকুরগাঁও ঃ জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় সন্ত্রাসীরা একটি কৃষক মাঠ স্কুলঘর গুঁড়িয়ে
নেতা-কর্মী হওয়ায় পুলিশ মামলা গ্রহণে টালবাহানা করছে বলে অভিযোগ উঠেছে
করে নিয়েছে*

খরা পরিস্থিতির উন্নতি হ

ঠাকুরগাঁওয়ে শ্রমজীবী পরিবারগুলে দিন কাটাচ্ছে ॥ টেস্ট রিলিফের ক

ঠাকুরগাঁও থেকে আখতার হোসেন রাজা ঃ ঠাকুরগাঁওয়ে কাজ ও চরম খাদ্যাভাব চলছে। শ্রমজীবী লোকজন নিদারুণ সঙ্কটে পড়েছে। কর্তৃপক্ষ কাজ সৃষ্টির উদ্যোগ নিচ্ছে না। ফলে গ্রামীণ জনজীবনে দেখা দিয়েছে মানবেতর দুর্দশা। মানুষ জীবন বাঁচানোর তাগিদে খাদ্য হিসেবে কচুপাতা, কাওনের চাল, শাপলা ফুলের ডগা, বনকচু সিদ্ধ করে উদর পুরছে। আর এতে নানাবিধ পেটের পীড়ায় প্রতিদিন আক্রান্ত হচ্ছে লোকজন। এখন চলছে ভাদ্র মাসের শেষ সপ্তাহ। আমন রোপণের কাজ শ্রাবণ মাসেই শেষ হয়েছে। দিনমজুরদের হাতে আমন আবাদের পর আর ব্যস্ততম কাজ নেই। পানির অভাবে আমন ক্ষেতে পরিচর্যা করা যাচ্ছে না। অন্যান্য ফসল, বিশেষ করে রবি ফসল আবাদের সময় এখনও আসেনি। ফলে গ্রামগুলো দিনমজুরদের হাতে কাজ একেবারেই নেই। জেলার ৫টি উপজেলার ৫১টি

টাকা, তরিতরকারি তেল-নুনসহ অন্যান্য জিনিসের দাম খুবই চড়া। এত উচ্চমূল্য দিয়ে শ্রমজীবীরা কোন সওদা সংগ্রহে অক্ষম। কারণ এদের হাতে কাজ নেই, টাকাও নেই। প্রত্যন্ত গ্রামগুলোর দিনমজুররা মাঝেমধ্যে পেটে-ভাতে কিছু অবস্থাপন্ন গেরস্থের বাড়িতে কাজ করছে। এদের মজুরি দেয়া হয় না। দিলেও দিন হাজিরা ২০ থেকে ২৫ টাকা। অল্প টাকায় এসব মানুষ ঘর-সংসার চালাতে ব্যর্থ হচ্ছে। তাই এরা অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। প্রান্তিক চাষীরা ক্ষেতের ফসল মহাজনদের কাছে ক্ষেতেই বিক্রি করছে। বিশেষ করে আখ, বেগুনসহ উঠতি ফসল। কোথাও আবার আমন ক্ষেতেও বিক্রি হচ্ছে। মাঝারি কৃষকরা ঘর-সংসার চালাতে গরু-ছাগল, মোষ বিক্রি করে দিচ্ছে। হাট-বাজারগুলোয় হালের গরুর দাম অস্বাভাবিক হারে হ্রাস পেয়েছে। ১৫ হাজার টাকা দামের হালের বলদ বিক্রি

বি
জ
প
বা
রা
বা
ন
চ
ব
চা
দু
অ
ন
ক
ক
র
এ
বি
স
ব
বি